উন্মেষবাদ বা উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ
(Theory of Emergent Evolution)

প্রশ্ন ১০। উন্মেষবাদ বা উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ সবিচার আলোচনা কর। (B.U. 2008)

(Critically discuss the Theory of Emergent Evolution.)

উত্তর। উন্মেষবাদ অনুসারে বিবর্তন প্রক্রিয়া হল এমন এক পরিবর্তনের ধারা যার প্রতিটি স্তরে নতুন তত্ত্ব অভিব্যক্ত হয়। মতবাদটির প্রবর্তক হলেন লয়েড মর্গ্যান (Lloyd Morgan) এবং স্যামুয়েল আলেকজান্ডার (Samuel Alexander)।

জগতের বিবর্তনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রচলিত মতবাদগুলির বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে উন্মেষবাদের বক্তব্য তুলে ধরা হল ঃ

উন্মেষবাদ ও যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ ঃ উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদের সঙ্গে যান্ত্রিক বিবর্তনবাদের পার্থক্য আছে। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ অনুসারে বিবর্তন প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তিমূলক (repetitive)। এই প্রক্রিয়ায় নতুন কোন কিছুর উন্মেষ হয় না। বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি স্তর (level) পূর্ববর্তী স্তরের পুনরাবৃত্তি। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী স্তরের মধ্যে পার্থক্য কেবল জটিলতার। যাকে নতুন স্তর বলে আমরা মনে করি তা পূর্ববর্তী স্তরেরই জটিলতর রূপ মাত্র। যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ অনুসারে জড় থেকে প্রাণের উদ্ভব। প্রাণ হল জড়ের জটিলতর রূপ। আবার প্রাণ থেকে মনের উদ্ভব, মন হল প্রাণের জটিলতর রূপ। দুটির মধ্যে কেবল পরিমাণগত পার্থক্য আছে, গুণগত পার্থক্য নেই।

পক্ষান্তরে উন্মেষবাদীরা বলেন যে, অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে নতুন তত্ত্ব অভিব্যক্ত হয়। যদিও জড় থেকে প্রাণের উদ্ভব, তবু প্রাণের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে (সজীবতা) যা জড়ের নেই। প্রাণ এক নতুন তত্ত্ব। আবার প্রাণ থেকে মনের উদ্ভব, কিন্তু মনের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে (চেতনা) যা প্রাণে নেই। মন এক নতুন তত্ত্ব, যদিও মনের নতুনত্ব প্রাণের অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে ফুটে

Scanned by TapScanner

উঠেছে। জড় থেকে প্রাণের, প্রাণ থেকে মনের উদ্ভব হলেও প্রাণের বা মনের নতুনত্ব বা বৈশিষ্ট্যকে জৈব ব্যাপারমাত্র বলা যায় না। উভয় ক্ষেত্রেই নতুন ধর্মের উন্মেষ ঘটেছে, যা পূর্ববর্তী স্তরে ছিল না।

উন্মেষবাদ ও সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ ঃ উন্মেষবাদের সঙ্গে সৃজনমূলক বিবর্তনবাদের সাদৃশ্য আছে। উভয় মতবাদে বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরই নতুন সৃষ্টি। প্রতিটি স্তরে নতুন ধর্মবিশিষ্ট বস্তুর আবির্ভাব হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে, উন্মেষবাদ অনুসারে বিবর্তন প্রক্রিয়ার কোন্ স্তরে কোন্ গুণের উন্মেষ ঘটবে তা পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না, যদিও পরবর্তী স্তর ও পূর্ববর্তী স্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। সৃজনমূলক বিবর্তনবাদী বার্গসোঁ বলেন পরবর্তী স্তর সম্পূর্ণ নতুন। প্রাণপ্রবাহ *(elan vital)* উদ্দেশ্যবিহীনভাবে নতুন নতুন তত্ত্ব সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু উন্মেষবাদী মর্গ্যানের নোদনাশক্তি (Nisus) লক্ষ্যবিহীন নয়।

উন্মেষবাদ অনুসারে প্রাণ ও মন একপ্রকার উন্মেষিত গুণ। প্রশ্ন ওঠে, কে এই উন্মেষ ঘটায়? যান্ত্রিকতাবাদীরা বলেন জড়শক্তি, বার্গসোঁ বলেন প্রাণশক্তি, যা বিবর্তন প্রক্রিয়ার মূলে আছে। উন্মেষবাদী মর্গ্যান বলেন, নোদনাশক্তি (Nisus) এই উন্মেষ ঘটায়। তিনি মনে করেন ঈশ্বর হলেন এই Nisus, যাঁর সক্রিয়তায় (activity) এই উন্মেষ ঘটে, নতুন ধর্মের আবির্ভাব হয়। ঈশ্বর বিবর্তন প্রক্রিয়ার গতিপথকে পরিচালিত করেন। স্যামুয়েল আলেকজান্ডার তাঁর *'Space, Time and Diety'* গ্রন্থে এই শক্তিকে দেবসত্ত্ব (Diety) বলেছেন। সমগ্র বিবর্তন প্রক্রিয়া এই দেবসত্ত্বের উপলব্ধির দিকে পরিচালিত।

সমালোচনা ঃ সৃষ্টির অভিনবত্ব ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উন্মেষবাদ সন্তোষজনক বলে মনে হয়। তবে এই মতবাদের সঙ্গে উদ্দেশ্যবাদের মিল আছে। উভয় মতবাদেই স্বীকার করা হয়েছে বিবর্তন প্রক্রিয়া লক্ষ্যাভিমুখী। বস্তুত উদ্দেশ্যবাদ ছাড়া উন্মেষবাদ অর্থহীন। এর ফলে উন্মেষবাদ উদ্দেশ্যবাদের একটি রূপে পরিণত হয়েছে।

বিবর্তন প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করার জন্য লয়েড মর্গ্যান ঈশ্বরের সক্রিয় শক্তির অবতারণা করেছেন। প্রশ্ন হল, ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ কী? অতিবর্তী ঈশ্বরবাদ গ্রহণ করা যায় না। এর ফলে স্বীকার করতে হয় ঈশ্বর অন্তর্ব্যাপী। ফলস্বরূপ উন্মেষবাদ অন্তর্ব্যাপী উদ্দেশ্যবাদের (Immanent Teleology) একটি রূপ পরিগ্রহ করে। ফলে উন্মেষবাদের স্বকীয়তা আর থাকে না। অবশ্য মর্গ্যান বা আলেকজান্ডার এই প্রশ্নটির উপর আলোকপাত করেননি। কাজেই মতবাদটি অস্পষ্ট। মর্গ্যানের নোদনাশক্তিও একটি উন্মেষিত গুণ। এই গুণটির আবির্ভাব কীভাবে হল—এই প্রশ্নের উত্তর উন্মেষবাদে পাওয়া যায় না। তাছাড়া আদিম উপাদান দেশ-কাল বা শুদ্ধগতি থেকে জড়ের গুণগুলির আবির্ভাব, একথা বলা যায় না। পরিমাণ থেকে গুণের আবির্ভাব কীভাবে ঘটতে পারে? উন্মেষবাদে এইসব প্রশ্নের যুক্তিসংগত উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না।

Scanned by TapScanner

(2 Marks Each)

প্রশ্ন ১। বিবর্তনের অর্থ কী? (B.U. 2008, 2009)

উত্তর। বিবর্তনের অর্থ হল যা অপ্রকাশিত বা সংকুচিত তাকে প্রকাশ করা বা প্রসারিত করা। এককথায় কোন কিছুর ক্রমিক প্রকাশকে বিবর্তন বা অভিব্যক্তি বলে।

প্রশ্ন ২। লয়েড মর্গান-এর মতে আদিম উপাদান থেকে কে নব গুণের উন্মেষ ঘটায়?

উত্তর। তেজশক্তি (Nisus)। এই তেজশক্তিকে কখনও তিনি কার্যক্ষমতা, কখনও মন, কখনও বা ঈশ্বর বলেছেন।

প্রশ্ন ৩। প্রজাতিতত্ত্বের দুটি মতবাদ কী কী? কোন্ বিষয়ে মতবাদ দুটি পৃথক?

উত্তর। ১. ডারউইন মতবাদ, ২. দ্যা ভ্রিসের বিবর্তনবাদ।

দুটি মতবাদের পার্থক্য ('বিবর্তনবাদ' অধ্যায় দেখ)।

প্রশ্ন ৪। প্রজাতি কী? (B.U. 2008)

উত্তর। একই জাতির অন্তর্ভুক্ত কিন্তু পরস্পর স্বতন্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে প্রজাতি (species) বলা হয়। সমসংস্থ অঙ্গের (anatiomical) প্রজাতিগুলি হল বাঁদর, শিম্পাঞ্জি একই জাতি (genus) থেকে অভিব্যক্ত।

প্রশ্ন ৫। প্রকারণ (variation) কী?

উত্তর। একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে পার্থক্য জীববিজ্ঞানীরা তাকেই প্রকারণ বলেছেন। জীবন সংগ্রামে কোনো কোনো প্রকারণ বিশিষ্ট জীব সহজে জয়লাভ করে। যেমন, যে সব হরিণ অন্য হরিণের চেয়ে অধিক দ্রুতগামী, তারা শত্রুর হাত থেকে অধিক নিরাপদ।

Scanned by TapScanner